যুগান্তর

তারিখ ... 01 FEB 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

আসামি ছেড়ে নিরীহ শিক্ষার্থী আটকে ব্যস্ত যৌথ বাহিনী

শাবি প্রতিনিধি

গত ২৬ জানুয়ারি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডবের ঘটনায় মামলার আসামি ছেড়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আটক করছে যৌথ বাহিনী। বৃহস্পতিবার রাত ২টায় যৌথ বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি মেস থেকে ৮৪ জনকে আটক করে। সিলেট কোতোয়ালি থানায় ৪৫ জন ও জালালাবাদ থানায় ৩৯ জনকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আটককৃতদের মধ্য থেকে ৬১ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এদের অধিকাংশেরই নাম মামলার এজাহারে ছিল না। যৌথ বাহিনী কর্তৃক সাধারণ শিক্ষার্থীদের হয়রানির ঘটনায় ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

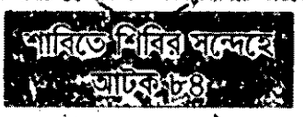

জানা গেছে, ২৬ জানুয়ারি ছাত্রলীগ-শিবিরের সংঘর্ষের পর শিবির ক্যাডার কর্তৃক পুলিশের ওপর হামলা ও একাডেমিক ভবনসহ গাড়িতে ভাংচুরের ঘটনায় পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাদী হয়ে দুটি মামলা করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত কয়েকদিন ধরে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী মুফতি ভিলা, হাফিজা মঞ্জিল, মা মঞ্জিল, পনি মিয়া ছাত্রাবাস, দিলারা হাসান ছাত্রাবাস, ওসমান, গোলাপী, ড্যাফোডিলসহ বেশ কয়েকটি মেসে মধ্যরাতে অভিযান চালায়। বৃহস্পতিবার কোতোয়ালি ও জালালাবাদ থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওসমান মেস থেকে ২২ জন, গোলাপী মেস থেকে ৩০, মহসিন মেস থেকে ৬, মুফতি ভিলা থেকে ৩ জনসহ মোট ৮৪ জনকে আটক করে। এর আগে ২৭ জানুয়ারি ১১ জনকে এবং ২৮ জানুয়ারি ৭ জনকে আটক করার পর ৬ জনকে ছেড়ে দেয়। পরে মেসগুলোতে যৌথ বাহিনী পরপর অভিযান চালানোর ঘটনায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রেফতার আতংক বিরাজ করছে।

অন্যদিকে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী মেসগুলোতে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের এক সপ্তাহের মধ্যে মেস ছেড়ে দেয়ার হুমকি-ধামকি দেয়ায় তারা মেস ছেড়ে হল কিংবা বাসায় উঠছেন। এদিকে যৌথ বাহিনীর আটককৃত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডবের ঘটনায় জড়িত না থাকলেও তাদের আটক করার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এ ঘটনার প্রতিবাদ ও আটককৃতদের ছাড়িয়ে আনতে শতাধিক শিক্ষার্থী জালালাবাদ থানা ও কোতোয়ালি থানার সামনে জড়ো হয়। আগামী রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বেচ্ছাসেবী ও ক্রীড়া সংগঠনের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করবে বলে জানিয়েছেন ক্যারিয়ার ক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর এ নোমান।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখে নির্দোষ শিক্ষার্থীদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার ও হয়রানি করা হচ্ছে। এদের অনেকেরই আগামী রোববার পরীক্ষা রয়েছে বলেও জানা গেছে। ৮৪ জনকে আটকের বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে জালালাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পৌসুদ হোসেন জানান, আটককৃতদের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে অভিযুক্তদের রেখে বাকিদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ড. হিমাদ্রি শেখর জানান, পুলিশের সঙ্গে কথা বলে আটককৃতদের মধ্য থেকে ৬১ জনকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। সার্বিক বিষয়ে ভিসি অধ্যাপক আমিনুল হক ভূঁইয়া বলেন, ঢালাওভাবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আটক করা দুঃখজনক।